ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৬/০৫/২০১৮ ।।

সিপাহীজলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে রাজনৈতিক রঙ দেখা চলবে না

আগরতলা,১৫ মে।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সব প্রকল্প রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। আর তা করতে পারলেই আমরা ত্রিপুরাকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে মডেল রাজ্য বানাবার যে স্বপ্ন দেখেছি তা পূরণ করা সম্ভব হবে। আজ সিপাহীজলার জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল প্রকল্প রয়েছে তা গ্রাম স্বরাজ কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পগুলি প্রকৃত গরীবদের মধ্যে যাতে প্রদান করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও ধরণের রাজনৈতিক রঙ দেখা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী সভায় জেলা শাসক, বিভিন্ন ব্লকের বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সচিবদের মাঠে গিয়ে কাজ তদারকি করতে নির্দেশ দেন। গ্রামের মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা জেনে তা সমাধান করার জন্য জেলা শাসক ও বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় সিপাহীজলার জেলা শাসক জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে এই জেলায় ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৬ হাজার ৩০টি শৌচালয় নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৩৭টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে ত্রিপুরাকে খোলা জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এজন্য বি ডি ও-দের ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় যে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলি যথাযথ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য জেলা শাসক ও বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) এই জেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ১ হাজার ৮৯৮টি ঘর নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ৩২৪টি ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) এই জেলায় ১৫৮টি ঘর প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ৫টি ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, গত অর্থবর্ষ এবং চলতি অর্থবর্ষের ঘর নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ঘর প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও প্রকৃত গরীব যাতে বঞ্চিত না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এস ই সি সি লিস্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করে সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঘর প্রদান করতে জেলা শাসক ও বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেলা শাসক পর্যালোচনা সভায় জানান, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে সিপাহীজলা জেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে মোট ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৯০৭ টাকা পাওয়া গিয়েছিলো। তা দিয়ে ঐ অর্থবর্ষে ৩৩টি বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ১৯টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ১৪টির কাজ চলছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০৩ টাকা পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে এ অর্থবর্ষে ৪১টি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে যে সকল কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য জেলার সকল বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি কাজে যাতে গুণগতমান বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় জেলা শাসক জানান, স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে এই জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মোট ৫৭৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪৮৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের মুদ্রা যোজনা, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সকল প্রকল্পগুলি নিয়ে বড় হোর্ডিং বানিয়ে জেলার বিভিন্ন ব্যাংকের সামনে লাগানোর জন্য জেলা শাসককে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জনগণ যাতে এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে পারেন তার জন্য দায়িত্ব নিয়ে এই কাজটা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় জেলা শাসক জানান, রেগায় চলতি বছরে এখন পর্যন্ত মোট ৩০ হাজার ৩১৬ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলায় শ্রম দিবস আরও বেশি সৃষ্টি করতে হবে। মোহনভোগ এলাকা আনারস চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই ঐ এলাকায় রেগার মাধ্যমে বেশি করে আনারস চাষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া পাট্টা প্রাপ্ত জমিতে রেগার মাধ্যমে আনারস, বাঁশ ইত্যাদি চাষ করার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় জেলা শাসক জানান, উজ্জ্বলা যোজনায় সিপাহীজলা জেলায় ৯ হাজার ৫১৪ জনকে গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৮ জুনের মধ্যে জেলায় উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস কানেকশন দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা সম্পন্ন করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। গ্যাস এজেন্সিগুলির সঙ্গে কথা বলে তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করে দেওয়ার জন্যও জেলা শাসককে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেলা শাসক আরও জানান, সৌভাগ্য যোজনায় জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে জেলায় এই যোজনায় মোট ২ হাজার ৮৩টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে হুক লাইন মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। হুক লাইন ব্যবহারের জন্য রাজ্যের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। হুক লাইন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

যেসব পরিবারে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইসব পরিবারে সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে আগামী ৩১ মে-র মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক আধিকারিককেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সরকারী কাজে কোনও ধরণের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব প্রকল্প রয়েছে তা কার্যকর করতে অর্থের কোনও অভাব হবে না বলে

জানান মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থের মঞ্জুরী দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের রাজ্যের কুইন আনারসকে বিভিন্ন দেশে ও আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর ব্রীজটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের গেটওয়ে হবে ত্রিপুরা। ২০১৯ সালের মধ্যে ব্রীজটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয়ে উপকৃত হবে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি। এছাড়াও, রাজ্য সরকার রাজ্যে আই টি হাব তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েও কাজ করছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে যে সব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সেগুলি সম্পাদন করার জন্য সকল স্তরের আধিকারিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিধায়ক ভানুলাল সাহা, মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে, পূর্ত দপ্তরের সচিব শান্তনু, সিপাহীজলার ৭টি ব্লকের বি ডি ও-গণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ মে।। গ্রামের উন্নয়ন হলেই ভারতবর্ষের উন্নয়ন হবে। আজ সিপাহীজলা জেলার উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সিপাহীজলা জেলার কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত এই উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামটি মিশ্র জনবসতিপূর্ণ। পরিবার সংখ্যা ৯০৯টি। মোট জনসংখ্যা ৪৬৯২ জন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই গ্রামের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রথমেই তিনি উত্তর পাহাড়পুর গ্রামস্থিত উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের এ এস ডি ফার্ম ঘুরে দেখেন। ১৯৭২ সালে চালু হওয়া ফার্মটির আয়তন ১৬.১৮ হেক্টর। বর্তমানে ফার্মটিতে সুপারি, নারকেল, কলা, লিচু, আম ইত্যাদি ফলের নার্সারি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই ফার্মে আনারস, এলাচি লেবু, গোল মরিচের নার্সারি করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। ফার্মের সার্বিক ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের উদ্যান পালন বিষয়ক দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। যেন পরবর্তীতে তারা ফার্মে কাজ করতে পারে। এছাড়া, তিনি ফার্মের বাউন্ডারী ওয়াল ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এক মাসের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী ঐ পঞ্চায়েতের থাম্বামুড়া এলাকা পরিদর্শন করেন। থাম্বামুড়ায় ৭০টি পরিবারের বাস। থাম্বামুড়ায় তিনি জনজাতিদের সঙ্গে কথা বলে এম জি এন রেগা সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচির খোঁজ খবর নেন। থাম্বামুড়াবাসীর অভিযোগ এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী সকল এলাকাবাসীকে প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর ও যাতায়াতের জন্য রাস্তা তৈরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এম জি এন রেগার কাজের বকেয়া টাকা শীঘ্রই পেমেন্ট করার জন্য বি ডি ও-কে নির্দেশ দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঐ পঞ্চায়েতস্থিত রাঙ্গামুড়া ট্রাইবেল উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এলাকাবাসী মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের ব্যাপারে অভিযোগ জানান। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিদ্যালয়ে নবনির্মিত বিল্ডিং এ ১০টি কক্ষ নির্মাণের কথা থাকলেও মোট ৬টি কক্ষ নির্মাণ করেই নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের পানীয়জলের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি শিক্ষা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য।

পরে মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েতস্থিত অপর একটি এলাকা ঘোষপাড়া পরিদর্শন করেন। ঘোষপাড়ায় ১০০টি পরিবার বসবাস করেন। অথচ এই পাড়ায় যাতায়াতের জন্য পাকা রাস্তা নেই। পঞ্চায়েতের যে রাস্তাটি ঘোষপাড়াকে যুক্ত করেছে এটি ১৯৪৭ সাল থেকেই রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি ললিত ঘোষ। ঘোষপাড়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উনকোটি, ধলাই ও দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন সমভাবে হয়নি। তিনি বলেন, ঘোষপাড়ায় রাস্তার কাজের টেন্ডার হওয়ার ১৩ মাস অতিক্রম হলেও কাজ সম্পন্ন হয়নি। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের দায়িত্বহীনতাই এর জন্য দায়ী। পূর্বতন সরকারের একতরফা সিদ্ধান্ত মানুষকে মেনে নিতে বাধ্য করা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই ব্যবস্থার সমাপ্তি করেছে মানুষ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের দায়িত্ব মানুষের কাছে যাওয়া। এজন্য তিনি সকল দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০দিন ক্ষেত্র পর্যায়ে পরিদর্শনে এসে উন্নয়ন কাজের তদারকি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য তিনি আধিকারিকদের গ্রামে গিয়ে জনগণের সমস্যা খতিয়ে দেখে কাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচালয় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সহায়তা থাকা সত্বেও ঐ এলাকার মানুষ এইসব সুবিধা পায়নি। তিনি আগামী এক মাসের মধ্যে ঐ এলাকায় সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া এবং সঠিক সময়ের মধ্যে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমে নিম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে জনগণকে সুবিধা দেওয়াই হল আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, নেশামুক্ত ও অপরাধমুক্ত ত্রিপুরা গড়াও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, সিপাহীজলার জেলাশাসক, সোনামুড়া মহকুমা শাসক এবং জেলা, মহকুমা ও কাঁঠালিয়া ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

গোমতীর জেলা শাসক প্রত্যেক সোমবার জনসাধারণের বক্তব্য শুনবেন

আগরতলা, ১৫ মে।। গোমতী জেলার জেলা শাসক প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের বক্তব্য শুনবেন। প্রতি সপ্তাহের ওই একই দিনে গোমতী জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহকুমা শাসককে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্য শোনার জন্য জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা শাসক ও সমাহর্তা রাভেল এইচ কুমার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এই সংবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের একশো দিনের কর্মসূচি

ধর্মনগর, ১৫ মে।। রাজ্য সরকারের ঘোষিত একশো দিনের কর্মসূচিকে সফল রূপ দিতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয় ১০০ দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই সময়ের মধ্যে উত্তর জেলার

৮টি ব্লক এলাকায় ৪ হাজার ৮০৩টি বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ), এ পি এল ১৫০টি, বি পি এল ১৭০টি এবং স্বচ্ছ ভারত কোষে এ পি এল ও বি পি এল ২৫০টি সহ মোট ৫৭০টি পরিবারের শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদস্য সচিব বিধান দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) ও স্বচ্ছ ভারত কোষ প্রকল্পে সমগ্র উত্তর জেলায় ২ হাজার ৮০০টি শৌচালয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১২ হাজার টাকা।

সদর মহকুমা বন বিভাগের বন সৃজনের কর্মসূচি

আগরতলা, ১৫ মে।। সদর মহকুমা বন বিভাগের উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরের বর্ষা মরশুমে মহকুমার ১০০ হেক্টর এলাকায় বন সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রায় কাজও চলছে। সদর মহকুমা বন বিভাগের আধিকারিক এ সংবাদ দিয়ে জানান, বন সৃজন ছাড়াও মহকুমার ২৫ কিলোমিটার এলাকায় রাস্তার পাশে এবং ১০ কিলোমিটার নদীর পাড়ে বৃক্ষরোপণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার গাছের চারার পলিব্যাগ নার্সারী উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আলাদা করে ১০০০ সেগুন ও গামাই গাছের চারা থাকবে।

সোনামুড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

সোনামুড়া, ১৫ মে।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে সোনামুড়া রাজস্ব ডাকবাংলোয় আজ বিকেলে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সোনামুড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে এই সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, ডি জি পি এ কে শুক্লা, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই জি এইচ কে লোহিয়া, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডি আই জি (অপারেশন) ডি কে বোরা, সাধারণ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ এবং নির্মাণকারী সংস্থা এন বি সি সি-র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সোনামুড়া মহকুমা শাসক সাজু ওয়াহিদ আহমেদ সভার শুরুতে জানান, সোনামুড়া মহকুমায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা রয়েছে ৮৭.৫০৪ কিলোমিটার। ইতিমধ্যে ৭৭.৭৫৩ কিলোমিটার এলাকায় সীমান্ত বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি অংশে বেড়া নির্মাণের কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে এক সারির বেড়া হবে ৭.০৯৬ কিলোমিটার এবং সমন্বিত বেড়া নির্মাণ হবে ২.২২০ কিলোমিটার এলাকায়।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উক্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। মহকুমা শাসক জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী নিয়ম মতো জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে। জমির মালিকদের মধ্যে অনেকেই নির্ধারিত মূল্য নিয়ে জমি হস্তান্তর করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেড়া নির্মাণ কাজ অতি দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসন ও নির্মাণকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সীমান্তে বেড়া নির্মাণ কাজে যারা বাধা দান করবেন তাদেরকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে প্রশাসনকে তিনি কঠোর হতে বলেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রী এন বি সি সি-র প্রতিনিধিদের বলেন।

খোয়াই জেলায় গত বছর স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ২৩ কোটি টাকা সংগৃহীত

খোয়াই, ১৫ মে।। খোয়াই জেলায় গত অর্থবছরে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে ২৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। জেলায় গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২৩ কোটি টাকা। এই সময়ে জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় এই প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ হয়েছে ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। খোয়াই মহকুমায় অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সংগ্রহ হয়েছে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। খোয়াই জেলার স্বল্প সঞ্চয় আধিকারিক এ তথ্য দিয়ে জানান, খোয়াই জেলায় ২০১৮-১৯ ইং অর্থবছরে এই প্রকল্পে ২৫ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় এই প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হলো ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও খোয়াই মহকুমায় অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হলো ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

বিশালগড়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিশালগড়, ১৫ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিশালগড় ব্লকের যৌথ উদ্যোগে গতকাল বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরুদ্দীন আহমেদ বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সমাজের সুস্থ মননের বিকাশে রবীন্দ্র চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী রামনারায়ণ রায়, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বপ্না ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় ব্লকের বি ডি ও অনুপম চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ব্লক এলাকার শিল্পীরা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা একক ও সমবেত রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করেন।

৩০ মে থেকে সোনামুড়া বইমেলা

সোনামুড়া, ১৫ মে।। সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা বুক সেলার্স এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড ও বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় আগামী ৩০ মে থেকে স্থানীয় নবনির্মিত টাউন হল প্রাঙ্গণে পাঁচদিন ব্যাপী সোনামুড়া বইমেলা ২০১৮ শুরু হচ্ছে। বইমেলা চলবে ৩ জুন পর্যন্ত। এই মেলায় স্থানীয় ও রাজ্যের পুস্তক বিক্রেতা, প্রকাশক সংস্থাও অংশগ্রহণ করবে। বইমেলায় চল্লিশটি স্টল খোলা হবে। পাঁচদিন ব্যাপী আয়োজিত এই বইমেলায় প্রতিদিনই টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয়, রাজ্যের ও বহি:রাজ্যের শিল্পীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও থাকবে কবি সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদি। বইমেলাকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। গতকাল সোনামুড়া রেভিনিউ ডাক বাংলোতে সোনামুড়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অসীম সাহার পৌরহিত্যে এই মেলার প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার সমাজসেবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে মহকুমা শাসক সাজু বাহিদ এ-কে আহ্বায়ক করে একটি মূল কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়।

১৯ মে কর্মপাড়া ভিলেজে প্রশাসনিক শিবির

আমবাসা, ১৫ মে।। দূরবর্তী অঞ্চলের গরীব গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১৯ মে গঙ্গানগর ব্লকের কর্মপাড়া এ ডি সি ভিলেজের কালাবাড়ী জে বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশাসনিক শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে এস টি সার্টিফিকেট, স্থায়ী বসবাসের প্রমাণ পত্র, বিবাহ নিবন্ধীকরণ পরিচয় পত্র ইত্যাদি প্রদান করা হবে। তাছাড়া, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এই শিবিরে গবাদী পশু-পাখির চিকিৎসা করে ঔষধ দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট

এলাকার জনগণকে এই শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মহকুমা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খোয়াইতে বিশেষ লোক আদালত ২৬ মে

খোয়াই, ১৫ মে।। খোয়াই আদালত চত্বরে আগামী ২৬ মে বিশেষ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ লোক আদালতের কাজ চলবে সকাল ১০টা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত। সেদিন ১০টি লোক আদালত বা বেঞ্চে মোটর ভেহিক্যাল আইনের অধীনে ১০ হাজার ট্রাফিক চালান বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তি হবে। খোয়াই মহকুমা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

কাকড়াবনে গাজন উৎসব ও চড়ক মেলা শুরু

উদয়পুর, ১৫ মে।। কাকড়াবন ব্লকের মেলাঘর টিলার মুক্তমঞ্চে দুই দিনব্যাপী গাজন উৎসব ও চড়ক মেলা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কাকড়াবন ব্লক এবং চড়ক মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, গাজন উৎসব বা লোক সংস্কৃতি উৎসব হল মানব ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া রত্নভান্ডার। চিত্ত বিনোদনের সাথে সাথে অতীতের সাথে বর্তমানের পরিচয় করিয়ে দেয় এই উৎসব। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে। রাজ্য সরকার প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রতন ভৌমিক, সমাজসেবী জীতেন্দ্র মজুমদার, পদ্মমোহন জমাতিয়া, অভিষেক দেবরায়, চড়ক মেলা কমিটির সভাপতি ব্রজেন্দ্র দাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন কাকড়াবন ব্লকের বি ডি ও সুমিতা চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাকড়াবন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খোকন দাস। গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে গতকাল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত

জিরানীয়া, ১১ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বুধবার সকালে রাণীরবাজার গীতাঞ্জলী হলে জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, পাড়া প্রতিবেশী, সমাজ, রাজ্য, দেশ সবাইকে নিয়েই রবিঠাকুর লিখে গেছেন। তিনি বলেন, সুস্থ সংস্কৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। সুস্থ চেতনা, চিন্তা ভাবনা দিয়ে যেতে হবে আমাদের উত্তরাধিকারীকে। সেটাই তাদের চলার পথ দেখাবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বর্তমানে মানুষের জীবনে রবীন্দ্র চিন্তা ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, ব্যক্তি সম্পর্ক দূরে সরিয়ে সমাজ গঠনের জন্য যে দৃষ্টান্ত রবিঠাকুর রেখে গেছেন তা আজকের দিনেও ধরে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্কর সাহা, সমাজসেবী মনোরঞ্জন দেবনাথ, সমাজসেবী রাজেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা। সকালে প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে মহকুমার শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। দু-দিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ৮ এবং ৯ মে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন ও আল্পনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল একই সঙ্গে জিরানীয়া, মান্দাই, বেলবাড়ী ও পুরাতন আগরতলা ব্লকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের যৌথ উদ্যোগে ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়।

চড়িলাম ব্লকে ১০০ দিনের মধ্যে ৩০টি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ

বিশালগড়, ১১ মে।। রাজ্য সরকারের একশ দিনের ঘোষিত কর্মসূচিকে সফল করার জন্য পঞ্চায়েত স্তরে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। এরই অঙ্গ হিসেবে চড়িলাম ব্লকের রামছড়া ভিলেজে ১০০ দিনের মধ্যে ৩০ টি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে ৭টি নতুন ইট সলিং রাস্তা করা হবে, ৫টি পুরাতন রাস্তা সংস্কার করা হবে এবং ভিলেজের বিভিন্ন পাড়াতে ৭টি নতুন বক্স কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলিতে ব্যয় করা হবে ২৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও করা হবে ১টি মিনি ব্রিজ, ১ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত জলের পাইপ লাইনের সংস্কার, ১.৫ কিলোমিটার সেচের পাইপ লাইন সম্প্রসারণ। বিভিন্ন স্থানে পাকা ওয়াল নির্মাণ করা সহ বিদ্যুৎ পরিসেবা সম্প্রসারণে নতুন ৪০টি পাকা পিলার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কমলপুরে বৈশাখী মেলা-উৎসব ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত

কমলপুর, ১০ মে।। কমলপুর কমলেশ্বরী কালিবাড়ী প্রাঙ্গণে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বৈশাখী মেলা-উৎসব ও ১৫৭তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। অনুষ্ঠান চলবে ১১ মে পর্যন্ত। কমলপুর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, মেলা মানে মেলবন্ধন। মেলার মাধ্যমেই আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে। তিনি বলেন, রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে মালঞ্চ লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ করেন বিধায়ক আশীষ দাস। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক মানিকলাল বৈদ্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শঙ্করচন্দ্র দাস, দুর্গাচৌমূহনী ব্লকের বি ডি ও রামেশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রশান্ত সিনহা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেলা আয়োজক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবোজিৎ গুপ্তরায়।

এখানে উল্লেখ্য, গতকাল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কালচারেল সেল, কমলপুর শাখার সহায়তায় বৈশাখী মেলার মুক্ত মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। মহকুমার মোট ১৪টি সাংস্কৃতিক দল এতে অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচীর সূচনা হয় প্রভাতফেরীর মাধ্যমে। এরপর কমলপুর টাউন হল প্রাঙ্গণে কবিগুরুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিদিত দেবনাথ, সাহিত্যিক সঞ্জয় দাস, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সামাজিক সংস্থার সম্পাদক নান্টু শর্মা প্রমুখ।

সিপাহীজলা জেলায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মসূচী

বিশ্রামগঞ্জ, ১০ মে।। সিপাহীজলা জেলায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে একশ দিনের কাজের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে জেলায় প্রতিটি ডিভিশনে ডিভিশন ভিত্তিক ভ্রাম্যমান শিবিরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, তাৎক্ষণিকভাবে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া এবং অবৈধভাবে হুক লাইনে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতার জন্য মাইকযোগে প্রচারের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৯২৯টি অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন ছিন্ন করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪৪ জনের বাড়ীতে বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হয়েছে। সিপাহীজলা জেলা বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের কার্যালয় থেকে সংবাদ দিয়ে আরও জানানো হয়েছে, জেলার প্রতিটি সাব ডিভিশনে মাসে ১০-১২টি সার্ভিস কানেকশন শিবির করা হবে। শিবিরে হুক লাইন বিরোধী অভিযান এবং রাজস্ব আদায়ও করা হবে।

উল্লেখ্য, এই জেলায় এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। চলতি মাসে জেলার প্রতিটি মহকুমাতে ৩০০টি বাড়ীতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুৎ যোজনায় জেলায় ১১.৭৮ কিলোমিটার কে ভি লাইন টানার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কাজ হয়েছে ০.৪০৫ কিলোমিটারের। এল টি লাইন টানা হয়েছে ৩১.১৮ কিলোমিটার। ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে ২২টি। বি পি এল পরিবারগুলির মধ্যে ৪৪৩টি পরিবারের বাড়ীতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।